রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১৬, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.০৮১–ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও সাবেক পররাষ্ট্রসচিব জনাব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস গত ১১ মার্চ ২০১৭ তারিখে ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

২। জনাব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৯ ফাল্গুন ১৪২৩/১৩ মার্চ ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২৯ ফাল্গুন ১৪২৩ / ১৩ মার্চ ২০১৭

ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও সাবেক পররাষ্ট্রসচিব জনাব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস গত ১১ মার্চ ২০১৭ তারিখে ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

জনাব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস ০২ এপ্রিল ১৯৬০ তারিখে কিশোরগঞ্জের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনে স্কুল ও কলেজের পাঠ শেষে তিনি স্নাতক-উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮২ ব্যাচের বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারে যোগদান করেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট থেকে তিনি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস কর্মজীবনের শুরুতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি জেনেভা, টোকিও ও সিঙ্গাপুরের বাংলাদেশ মিশনসমূহের বিভিন্ন পদে কূটনীতিক হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি রাশিয়া, মালদ্বীপ এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি ব্রাজিলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

জনাব মিজারুল কায়েস ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পররাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক হিসাবে তিনি দেশের জন্য বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্জনে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর দায়িত্বকালে ঐ সময়ে ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে যায় বাংলাদেশ। ২০১১ সালে লিবিয়া থেকে প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশির সফল প্রত্যাবাসন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অধিকতর সুসংহতকরণ, ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক ভারত সফর এবং নভেম্বর মাসে জাপান সফর সুসম্পন্নকরণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের পেশাদারী কূটনীতিকে জনাব মিজারুল কায়েস এক নবতর উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কৌশলী কূটনীতিক হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখায় তিনি সফল ভূমিকা রেখে গেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। জাতির পিতার পররাষ্ট্রনীতির মূল দর্শন 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' এবং 'সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানই হবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র'—সমুন্নত রাখতে তিনি ছিলেন সদা তৎপর।

বর্ণাঢ্য পেশাগত জীবনের পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি জনাব কায়েসের ছিল গভীর অনুরাগ । চিত্রকর্ম সংগ্রহে তাঁর ছিল বিশেষ ঝোঁক। বিভিন্ন চলচ্চিত্র ও চিত্র প্রদর্শনীতে তিনি বিচারক ও সমালোচকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সদস্য ছিলেন।

জনাব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েসের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন দেশপ্রেমিক ও বিদগ্ধ কূটনীতিককে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd